بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২রা জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসার কিছু দিক তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর পরম ভালোবাসার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। বর্তমান যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কিরূপ ভালোবাসা রাখতেন আজ এর কতিপয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **"আমার কোন্ কর্মের কারণে এই ঐশী কৃপাবারি আমার প্রতি বর্ষিত হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। আমি কেবল আমার হৃদয়ে এটিই অনুভব করি যে, স্বভাবগতভাবেই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমার হৃদয়ে এক গভীর আকর্ষণ রয়েছে, যাকে কোনো বাধাই থামাতে পারে না। অতএব, এটি তাঁরই অপার দান যার ফলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি আমার প্রতি বর্ষিত হয়েছে।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **"আমার ঘর হলো মসজিদ, পুণ্যবানগণ হলেন আমার ভাই, আল্লাহ্‌র স্মরণ হচ্ছে আমার ধন-সম্পদ, তাঁর সৃষ্টি হচ্ছে আমার পরিবার"**— তিনি (আ.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন এর সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। তিনি (আ.) অন্য এক স্থানে বলেন, **"আমি সবকিছুকেই কেবল আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ভালোবাসি। স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব -সবার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে।"** এটিই সে-ই শিক্ষা যা আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন আর এরপর মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কর্মের উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যে দিনগুলোতে গুরুদাসপুরে করম দীন-এর সাথে মোকদ্দমা চলছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মাঝে একবার কাদিয়ানে আসেন এবং হযরত মৌলভী সরওয়ার শাহ্ সাহেবকে মামলার প্রস্তুতির জন্য নির্ধারিত তারিখের দু'দিন পূর্বে প্রেরণ করেন। মৌলভী সাহেব সেখানে গিয়ে ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, মুনশী মুহাম্মদ হুসাইন আমাকে এসে জানিয়েছে, আর্যরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বুঝিয়েছে, আপনি যদি এবার শিকার হাতছাড়া করেন তাহলে আপনি জাতির শত্রুতে পরিণত হয়ে যাবেন। ম্যাজিস্ট্রেটও এর উত্তরে বলে, আমি শুধু মির্যাকেই নয়, বরং এ মামলায় তাঁর যত সাথি আছে সবার বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদান করবো অর্থাৎ, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করবো। এ কারণে মুনশী মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব পরামর্শ দেয়, হয় এ মামলাটি যেন চীফ কোর্টে স্থানান্তরিত করে নেয়া হয় নতুবা মির্যা সাহেব আগামী দিন আদালতে উপস্থিত না হন এবং কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন।

মৌলভী সাহেব এসব কথা শুনে অত্যন্ত ঘাবড়ে যান এবং দ্রুত শেখ হামেদ আলী সহ তিনজনকে কাদিয়ান প্রেরণ করেন যেন তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বিষয়টি অবগত করেন। তিনি (আ.) প্রথমে সংক্ষেপে এটি শুনে অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে বলেন, আমরা আগে বাটালা যাই এবং উকিলদের সাথে দেখা করি আর মামলা অন্যত্র স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা করি। এরপর তিনি (আ.) গুরুদাসপুর পৌঁছালে সরওয়ার শাহ সাহেব (রা.) চরম আতংকিত অবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পুরো ষড়যন্ত্রের বিবরণ শোনাচ্ছিলেন। কথা বলার সময় যখনই তিনি শিকার

শব্দটিতে পৌঁছেন তখন তিনি (আ.) এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসেন আর অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন, **'আমি তার শিকার নই, বরং আমি বাঘ এবং খোদার সিংহ। সে খোদার সিংহের ওপরে কীভাবে হাত দিতে পারে?** তিনি এত উচ্চৈঃস্বরে জোরালোভাবে এ কথাগুলো বলছিলেন যে, বাইরের লোকেরাও একথা শুনে বিস্মিত হয়ে যায়। যাহোক, তিনি (আ.) এরপর বলেন, **'আমি খোদাকে বলেছি, আমি তোমার ধর্মের জন্য শিকলাবদ্ধ হতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবো আর সম্মানের সাথে মুক্তি প্রদান করবো।'** এরপর তিনি প্রায় আধা ঘন্টা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

একবার লেখরাম হত্যা মামলায় পুলিশ সুপার সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাদিয়ান আসে। হযরত মীর নাসের নবাব সাহেব (রা.) এ সংবাদ জানতে পেরে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসেন আর অবগত করেন যে,পুলিশ সুপার হাতকড়া নিয়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে। তিনি (আ.) তখন **'নূরুল কুরআন'** পুস্তক লিখছিলেন। তিনি এ কথা শুনে একেবারে প্রশান্তচিত্তে মাথা তুলে বলেন, **"মানুষ খুশিতে স্বর্ণ রৌপ্যের কঙ্কণ পরিধান করেন। আমরা মনে করবো, আমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে লোহার কঙ্গণ পরিধান করেছি। কিন্তু এমনটি হবে না, কেননা খোদা তা'লার স্বীয় রাজত্বের একটি নিয়ম রয়েছে আর তা হলো, তিনি তাঁর প্রতিনিধি ও প্রত্যাদিষ্টদের এভাবে লাঞ্ছিত করেন না।"**

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.) লিখেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **"পরীক্ষার সময় আমাদের দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী লোকদের ব্যাপারে ভয় কাজ করত। আমার অবস্থা তো এরূপ যে, যদি আমার কাছে স্পষ্টতঃ এমন আওয়াজ আসে যে, তুমি পরিত্যাজ্য আর তোমার কোনো আশা পূরণ করা হবে না; তাহলে খোদার কসম! খোদা তা'লার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং ধর্মসেবায় কোনো কমতি প্রত্যক্ষ করবে না।"**

হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বাসায় ছিলেন আর বাইরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন আমাদের বড়ো চাচীর এক সেবিকা এসে মির্যা ইমাম উদ্দীনের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করছিল। সে তার প্রশংসা করায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারা ক্রোধে রক্তিম হয়ে যায় আর বলেন, **তুই আমার ঘরে খোদার শত্রুর প্রশংসা করছিস?** অর্থাৎ, মির্যা ইমাম উদ্দীন ইসলামের শত্রু ছিল আর তাঁর (আ.) কাছে এটি পছন্দ হয়নি যে, এমন এক ব্যক্তির কথা তাঁর বাড়িতে আলোচনা হবে। তাঁর কথায় এরূপ প্রতাপ ছিল যে, সেই মহিলা ভয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে সটকে পড়ে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, একজন শিখ কৃষক যিনি একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতাকে বলেন, আপনার আরেক ছেলে আছে যাকে আমরা কখনো দেখিনি। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, **আমার ছোটো ছেলে নববধূর ন্যায়, যাকে খুব কমই দেখা যায়। যদি তাকে দেখতে হয় তাহলে মসজিদে গিয়ে দেখো হয়ত সেখানে কোনো এক কোনায় বসে আছে।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক লোকের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তার এক ছেলে মারা যাওয়ায় তিনি (আ.) নিজের ভাইয়ের সাথে তাকে সমবেদনা জানাতে তার বাড়িতে যান। সেখানে তার মুখ থেকে বের হয়ে যায় **'খোদা তা'লা আমার ওপর বড়ো যুলুম করেছে'**। একথা শুনে তার প্রতি হযরত সাহেবের এতটা ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যে, তিনি তার চেহারা দেখাও পছন্দ করতেন না। এমনকি তার বয়আতের আগ পর্যন্ত (অর্থাৎ, ২০ বছর পর্যন্ত) তার সাথে কথা বলেন নি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরও বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাথাঘোরার রোগ ছিল। এক চিকিৎসকের ব্যাপারে যখন জানতে পারেন যে, সে এ রোগ সারানোর বিষয়ে দক্ষতা রাখে তখন তাকে ডেকে আনা হয়। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখে বলে, **আমি দুই দিনের মধ্যে আপনাকে ঠিক করে দেব**। একথা শুনে হযরত সাহেব সেখান থেকে চলে যান এবং মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবকে চিরকুট লিখে পাঠান যে, **'আমি তার কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করবো না। সে কী খোদা হবার দাবি করে? তাকে কিছু টাকা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিন। খোদা তা'লা ছাড়া আর কে আছে যে, রোগমুক্তি প্রদান করতে পারে? প্রকৃত আরোগ্যদাতা তো তিনিই।'**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তান সাহেবযাদা মোবারক আহমদ যখন অসুস্থ ছিলেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সাহেবযাদা সাহেব যখন ইন্তেকাল করেন তখন কতিপয় সাহাবী দুঃখপ্রকাশ করছিলেন আর হযরত সাহেবের কথা চিন্তা করতে থাকেন। অথচ তিনি (আ.) যখন মসজিদে আসেন তখন তাকে অন্য সময়ের চেয়ে অধিক প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল। তিনি (আ.) বলেন, **'মোবারক আহমদ ইন্তেকাল করেছে, আমার প্রভুর কথা পূর্ণ হয়েছে। তিনি পূর্বেই অবগত করেছিলেন, এই ছেলে হয় দ্রুত মারা যাবে না হয় অনেক পুণ্যবান হবে; যাহোক আল্লাহ্ তাকে ডেকে নিয়েছেন। এক মোবারক আহমদ মারা গেছে, আমার যদি এক হাজার সন্তান থাকত আর তারা সবাই মারা গেলেও যদি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন তাহলে আমিও খুশি।'** হুযূর (আই.) বলেন, কাজেই এসব ছিল খোদা তা'লার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, যা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল আর তিনি জামা'তের সদস্যদেরকেও নিজেদের মাঝে এরূপ ভালোবাসা সৃষ্টির নির্দেশ প্রদান করেছেন আর বলেছেন, **তোমরা খোদা তা'লার প্রতি এরূপ ভালোবাসা প্রদর্শন করলে তিনিও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আমাদের খোদা আশ্চর্য গুণরাজির অধিকারী। তবে, কেবল সে ব্যক্তিই তা দর্শন করতে পারে যে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত সেবক নয়, তাকে তিনি সেসব আশ্চর্য লীলা প্রদর্শন করেন না। কতো হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না, তার এমন এক খোদা আছেন যিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্‌ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দেখেছি এবং সকল সৌন্দর্য তাঁর মাঝে খুঁজে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করার যোগ্য। নিজের পূর্ণ সত্তা বিসর্জন দিয়ে হলেও এই মনি ক্রয়যোগ্য। হে বঞ্চিতরা! এই ঝর্নার দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জিবিত করবে। আমি কী করবো এবং কী করে এই সুসংবাদ মানব হৃদয়ে গেঁথে দিবো! মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন্ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করে বলবো: 'ইনিই তোমাদের খোদা'। কোন্ ঔষধ দিয়ে আমি চিকিৎসা করবো যাতে শোনার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়!"**

এরপর নববর্ষের সূচনালগ্নে হুযূর (আই.) বলেন, গতকাল থেকে নতুন বছরের সূচনা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এ বছর আমাদেরকে অগণিত কল্যাণ দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা বিরোধী ও শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্রকে ধূলিস্যাৎ করুন এবং জামা'তকে পূর্বের চেয়ে অধিকহারে উন্নতি দান করুন। পাকিস্তানের ভাইদের জন্য, বিশেষতঃ খোদার পথে কারাবন্দীদের জন্য দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আমাদেরও এবং বিপদে নিপতিত সকল আহমদীর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার স্বাদ পূর্বের চেয়ে অধিক হারে লাভ

হোক। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সকল নিপীড়িতদের অত্যাচারীদের থাবা থেকে মুক্তি দান করুন এবং বিশ্বব্যাপি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমত **রেহানা বাসেমা সাহেবা** যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্রী ছিলেন। তিনি বিয়ের পর তার স্বামীর সাথে পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় চলে যান এবং দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ **মুকাররমা ইফফাত হালিম সাহেবার,** যিনি লাইবেরিয়ার সদর লাজনা ছিলেন। তৃতীয় স্মৃতিচারণ **মিশরের আব্দুল আলীম সাহেবের,** যিনি ২০০৮ সালে এমটিএ আল আরাবিয়া দেখে বয়আত করেছিলেন। হুযূর (আই.) তাদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)